কোচবিহার রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বর্ত্তমান ভূপতি

শ্রীশ্রীমন্মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ

বাহাদুরের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে

তদীয় অনুমত্যনুসারে

সঙ্কলিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা;

১১ নং সিমলা ষ্ট্রীট, নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীযুক্ত এইচ্, এম্, মুখোপাধ্যায় এবং কোম্পানি

দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯১ — জ্যৈষ্ঠ।

কোচবিহারের ইতিহাস।

প্রথম খণ্ড।

রাজ্য।—কোচবিহারের উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীর নিম্নস্থিত ব্রিটিষাধিকৃত ভোটান্ত প্রদেশ; পূর্ব্ব সীমা আসামান্তর্গত ধুবড়ী জেলা; দক্ষিণ সীমা রঙ্গপুর; এবং পশ্চিম সীমা জলপাইগুড়ী। এই রাজ্য ২৫°, ৫৭′, ৪০″ এবং ২৬°, ৩২′, ৩০″ উত্তর অক্ষাংশে সংস্থিত; পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ৮৮°, ৪৭, ৪০″ হইতে ৮৯°, ৫৪′, ৩৫″ পর্য্যন্ত। ইহার ভূমি পরিমাণ ১৩০৭ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৬০২৬২৪; তন্মধ্যে ৩১১৬৭৮ পুরুষ ও ২৯০৯৪৬ স্ত্রীলোক। রাজস্ব প্রায় ১৪০০০০০ টাকা। রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ এখনও পতিতাবস্থায় আছে; কেবল তিন অংশের দুই অংশ মাত্র কর্ষিত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক অবস্থা।

কোচবিহার রাজ্যের আকৃতি প্রায় ত্রিকোণ; ইহা একটী সুবিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র; ইহার মধ্যে কোন পর্ব্বত বা প্রস্তরময় উচ্চ ভূমি নাই। হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী এই রাজ্যের অনতি উত্তরে অবস্থিত, সুতরাং এখানে পর্ব্বত নিঃসৃত বহু-

সংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নদ নদীর অভাব নাই। রাজ্যান্তর্গত ভূমি উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব ক্রমে নিম্ন হওয়াতে প্রবল গতি নদ নদী সমূহ পূর্ব্ব দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। অধিকাংশ ক্ষুদ্র নদ নদীই কার্ত্তিক হইতে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক ছয় মাস কাল প্রায় শুষ্কাবস্থায় থাকে। বৈশাখের শেষভাগ হইতে দিবারাত্র বৃষ্টি পতিত হয়, এবং নদ নদী সকল নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়া মহা বেগে ধাবিত হইয়া থাকে; তখন বালুকা মিশ্রিত ভূমিভাগ সরস হইয়া উঠে, ও নানা জাতীয় উদ্ভিজ্জে সমুদয় প্রদেশ পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে।

কোচবিহারের ভূমি শস্য শালিনী ও উর্ব্বরা। মৃত্তিকা বালুকা মিশ্রিত বশতঃ কঠিন নহে, সুতরাং কর্ষণ কার্য্য অতি সহজেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। রাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্য মধ্যে নানা বিধ ধান্য, কোষ্টা, সর্ষপ, ও অত্যুৎকৃষ্ট নানা জাতীয় তামাকু প্রধান। কোচবিহারের তামাকু বহুল পরিমাণে নারায়ণগঞ্জে প্রেরিত হইয়া থাকে; তথা হইতে মঘেরা আপন দেশে লইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত কোচবিহার হইতে তামাকু ও কোষ্টা অধিক পরিমাণে মারোআড়ী ও অন্যান্য মহাজন কর্ত্তৃক অন্যত্র প্রেরিত হইয়া থাকে।

নদ ও নদী।

কোচবিহারে ক্ষুদ্র নদ নদীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; তন্মধ্যে ছয়টী মাত্র প্রধান; যথা;—(১) ত্রিস্রোতা (তিস্তা), (২) সিঙ্গিমারী, (৩) কালজানী, (৪) তোরসা বা ধল্লা,

(৫) গদাধর, এবং (৬) রায়ডাক। এই ছয়টী নদীতে বৎসরের সকল সময়েই নৌকা গমনাগমন করিতে পারে।

১। তিস্তা নদী তিব্বৎ দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে। ইহার মোট দৈর্ঘ্য ১৫৬॥ ক্রোশ; তন্মধ্যে তিব্বৎ দেশে ১০ ক্রোশ; সিকিমে ৪৮॥ ক্রোশ; সিকিম ও ভুটানের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ৫ ক্রোশ, ভুটান ও দারজিলিঙ্গের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ১০ ক্রোশ; ভুটান ও জলপাইগুড়ীতে ২২॥ ক্রোশ; এই রাজ্যে ৪ ক্রোশ; ও রঙ্গপুর জেলায় ৫৫ ক্রোশ। বর্ষার প্রারম্ভে ইহার বেগের পরিসীমা থাকে না। নদীর গর্ভ প্রস্তর খণ্ডে পরিপূর্ণ, ও জল অত্যন্ত পরিষ্কার ও শীতল।

২। সিঙ্গিমারী হিমালয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে। এই রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নদীর নাম আছে; যথা,—মুজনাই, ডানকানা, জলধাকা ও মানসাই।

৩। তোরসা বা ধল্লা হিমালয় পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া দুর্গাপুরের নিকট সিঙ্গিমারীর সহিত একত্র হওত ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে। ইহারই শাখা নদী বুড়া তোরসা। কোচবিহার নগর এই বুড়া তোরসার তীরে অবস্থিত।

৪। কালজানী ভুটান পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া অন্যান্য নদীর সঙ্গে মিলিত হওত ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

৫। বড় গদাধর হিমালয় পর্ব্বত হইতে উত্থিত ও অন্যান্য নদীর সহিত মিলিত হইয়া পরে ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

৬। রায়ডাক হিমালয় পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়া কালজানী নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। পরে শোণকোশ নাম ধারণ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে।

কোচবিহারে কোন রূপ বৃহদায়তন বিশিষ্ট নৈসর্গিক সরোবর বা হ্রদ নাই। ইহার মৃত্তিকা বালুকা মিশ্রিত হওয়ায় নদীর গতি সহজেই পরিবর্ত্তিত হয়, সুতরাং বিলের ন্যায় জলাশয় অনেক বিদ্যমান আছে; ইহাদিগকে ছড়া বলে। রাজধানী কোচবিহার নগর তিন দিকেই নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার লোক সংখ্যা ৯৫৩৫। নগরটী বহুসংখ্যক ইষ্টক-ময় প্রশস্ত রাজ পথে পরিপূর্ণ। কোন কোন রাস্তার উভয় পার্শ্ব বৃক্ষ শ্রেণীতে সুশোভিত। নগর মধ্যে বৃহদায়তন অনেক দীর্ঘিকা আছে; তন্মধ্যে সাগরদীঘী সর্ব্ব প্রধান। ইহার চতুষ্পার্শ্বে পরমরমণীয় বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। তদভ্যন্তরেই যাবতীয় কাছারী, আফিস, ট্রেজারী, বিদ্যালয়, ছাপাখানা, পুস্তকালয় প্রভৃতি সংস্থাপিত আছে। রাজধানীতে বহুবিধ ইষ্টক নির্ম্মিত দোকান আছে; সম্প্রতি দৈনিক বাজারের নিমিত্ত রাজসরকার হইতে বহু ব্যয়ে লৌহময় গৃহ-শ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নগরের অন্যান্য স্থান—জেলখানা, শিল্প-বিদ্যালয়, পুলিশ-ষ্টেসন ও দাতব্য-চিকিৎসালয়ের বাটীতে সুশোভিত। নগরের পূর্ব্ব দিকে কিঞ্চিৎ অন্তরে ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের বাসস্থান, সেই স্থানটীর নাম নীলকুঠি। ইহা নানা রূপ সুদৃশ্য বৃক্ষ রাজিতে ও প্রশস্ত রাজপথে পরিশোভিত।

অধিবাসী।

কোচবিহারের অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই রাজবংশী ও মুসলমান। রাজবংশীর সংখ্যা মুসলমান হইতে প্রায় তিন গুণ অধিক। এতদ্ব্যতীত কোচ, মেচ, গারো, দোভাষীয়া, মোড়ঙ্গিয়া প্রভৃতি, এবং আর্য্য বংশ সম্ভূত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থেরও বসতি আছে। সম্প্রতি ১৮৮১ সালে যে লোক সংখ্যা হইয়া গিয়াছে, তদনুসারে ভিন্ন জাতীয় লোকদিগের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

হিন্দু	৪২৭৪৭৮
মুসলমান	১৭৪৫৩৯
খৃষ্টিয়ান	৪৮
জৈন	১৪৪
সাঁওতাল	১৯
আদিম জাতীয়	৩৯৬

জল বায়ু।

কোচবিহারের জল বায়ু স্বাস্থ্যকর। ইহার নদ নদী ও জলাশয় সকল প্রস্তর খণ্ড ও বালুকা কণায় পরিপূর্ণ থাকাতে, জল অতিশয় নির্ম্মল ও সুস্বাদু। অল্প খনন করিলেই জল প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া, কূপ সংখ্যা এই রাজ্যে অধিক; কূপের জলও প্রায় পরিষ্কার। এখানে দক্ষিণ ও উত্তর বায়ু অতি বিরল। পূর্ব্ব বায়ুই প্রায় সর্ব্বদা প্রবাহিত হইয়া থাকে;

যাগে অন্য দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে, এবং নানাবিধ বস্ত্র, লবণ, বাসন, মসলা, প্রভৃতি স্থানান্তর হইতে এ রাজ্যে আনীত হয়। যে সকল দ্রব্য প্রতি বৎসর স্থানান্তরে প্রেরিত হয়, তাহার আনুমানিক মূল্য পঞ্চদশ লক্ষ টাকা; ও যে সকল দ্রব্য এ রাজ্যে আনীত হয়, তাহার মূল্য অনুমান ১০ লক্ষ টাকা হইবে। রেলওয়ে দেশের মধ্যে ও নিকটবর্ত্তী স্থানে নির্ম্মিত হওয়ায় বাণিজ্যের উন্নতি দিন দিনই সংসাধিত হইতেছে। কোচবিহার রাজ্যের মধ্যে বহু সংখ্যক প্রশস্ত রাজবর্ত্ম নির্ম্মিত হওয়াতে বাণিজ্য কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই রাজ্যের বাণিজ্য বন্দর মধ্যে—কোচবিহার নগর, মাথাভাঙ্গা, হলদীবাড়ী, শিবপুর, চওড়াহাট, বলরামপুর ও ভইশখুচি সর্ব্ব প্রধান।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কোচবিহারের বর্ত্তমান রাজবংশ এ রাজ্যে স্বাধিকার স্থাপন করিবার পূর্ব্বে এ প্রদেশ কিয়ৎকাল অরাজক অবস্থায় ছিল। পাল বংশীয় রাজগণের রাজ্য শেষ হইলে রাজা নীলধ্বজ এ রাজ্যে অধিকার স্থাপন করেন। তাঁহার পর চক্রধ্বজ, ও তৎপরে নীলাম্বর রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; ইঁহার অন্যতর নাম কান্তেশ্বর ছিল। কোচবিহার নগরের দক্ষিণে সাত ক্রোশ দূরে গোসানীমারী নামক স্থান ইঁহার রাজধানী ছিল। ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে চির হিন্দু বৈরী যবন সেনানী হোসেন সাহ কর্ত্তৃক কান্তেশ্বরের রাজ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কান্তেশ্বরের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে, গোসানীমারীর অপর নাম কান্তাপুর। বর্ত্তমান সময়ে ঐ নগরের মধ্য দিয়া সিঙ্গিমারী নদী প্রবাহিতা হইয়া রাজধানীর পুরাতন কীর্ত্তিসমূহ কতক বিনষ্ট করিয়াছে। নগরের চিহ্ন ও তদ্ভগ্নাবশেষ বিশেষ অনুধাবন পূর্ব্বক অবলোকন করিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, নগরের পরিধি অন্যূন ১০ ক্রোশ ছিল। নগরের এক দিকে ধল্লা নদী, ও অপর সমুদায় ভাগ মৃণ্ময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। প্রাচীর, ও তদুভয় পার্শ্বস্থ সুগভীর পরিখা দ্বয় অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রাচীরের নিম্ন ভাগ এক শত ত্রিশ ফুট প্রশস্ত; উহার উচ্চতা ত্রিশ ফুট। প্রাচীরের উপরি ভাগে সর্ব্বত্রই বহুল পরিমাণে ইষ্টক

রাশি দৃষ্ট হইয়া থাকে। বোধ হয় মৃণ্ময় প্রাচীরের উপরে অত্যুচ্চ একটী ইষ্টকময় প্রাচীরও নির্ম্মিত ছিল। প্রাচীরের বহির্দ্দেশে যে পরিখা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা প্রায় ২৫০ ফুট প্রশস্ত। এই নগরে প্রবেশের তিনটী মাত্র দ্বার ছিল। সেই তিনটী দ্বার অদ্যাপি বাঘদুয়ার, জয়দুয়ার, ও হোকোদুয়ার নামে বিখ্যাত আছে। দ্বার সকল ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত ছিল; অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

নগরের মধ্যস্থলে রাজবাটী ছিল। ঐ স্থান অদ্যাপি রাজপাট নামে খ্যাত। ইহা চতুষ্কোণ, এবং ৬০ ফুট গভীর একটী পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত; এই স্থানে অদ্যাপি ছোট বড় বহু সংখ্যক দীর্ঘিকা বর্ত্তমান আছে। ইহার স্থানে স্থানে অনেক ইষ্টক স্তূপাকারে পতিত রহিয়াছে। বৃহদায়তনের প্রস্তর খণ্ডেরও অভাব নাই।

বাঘদুয়ারের নিকটেই গৌরীপাট নামক একটী স্থান আছে, তাহা প্রস্তর নির্ম্মিত। তথায় মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। এই প্রদেশের স্থানে স্থানে অনেক দীর্ঘিকা আছে; তাহার তীর ও সোপান সকল ইষ্টক ও প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। নগরের মধ্যে এবং বহির্ভাগে বহু সংখ্যক সুপ্রশস্ত ও উচ্চ রাজপথ বিদ্যমান রহিয়াছে। একটী রাস্তার দুই পাশে প্রস্তরময় দেবদেবীর নানাবিধ প্রতিমূর্ত্তি পতিত রহিয়াছে। কোন মূর্ত্তির নাসিকা, কাহারও বাহু, কাহারও বা বক্ষঃস্থল অথবা পদদ্বয় ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে। স্থানীয় ইতর লোকে এই সমস্তকে নাক-কাটা নাককাটী বলে।

তৃতীয় খণ্ড।

বিশ্বসিংহ কর্ত্তৃক কোচবিহারে রাজ্য সংস্থাপন।

প্রথম অধ্যায়।

১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে যবন সেনাপতি হোসেন সাহ কর্ত্তৃক কান্তেশ্বরের রাজ্য ধ্বংস হইলে, প্রায় ১৪ বৎসর কাল কোচবিহার প্রদেশ অরাজক অবস্থায় ছিল। পরে হাজো নামক কোচ বংশীয় কোন বীর পুরুষ কামরূপের সন্নিকটে এক ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপন করেন। হাজো কীর্ত্তিমান লোক ছিলেন। কামাখ্যার মন্দিরের অনতি দূরে অদ্যাপি তাঁহার একটী মন্দির বর্ত্তমান আছে। হীরা ও জীরা নাম্নী হাজোর দুইটী কন্যা ছিল। মেচ জাতীয় হাড়িয়া নামক কোন এক প্রধান দলপতির সহিত ঐ কন্যা দ্বয়ের বিবাহ হয়। জীরা জ্যেষ্ঠা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে, হাড়িয়ার ঔরসে, চন্দন ও মদন নামে দুই পুত্র জন্মে। হীরা কনিষ্ঠা; তাঁহার গর্ভে কোন সন্তানাদি হয় নাই। কথিত আছে যে যোগি-বেশধারী মহাদেবের ঔরসে শিষ্যসিংহ ও বিশ্বসিংহ নামে হীরার দুই পুত্র জন্মে। মহাদেব প্রসন্ন হইয়া বিশ্বসিংহকে হনুমান দণ্ড প্রদান করেন। হনুমান দণ্ড অদ্যাপি কোচবিহারের রাজবাটীতে সাদরে রক্ষিত রহিয়াছে, ও পর্ব্বাদি উপলক্ষে ইহার পূজা হইয়া

থাকে। বিশ্বসিংহ রাজ্য লাভ করার পর, চিকনা পর্ব্বত বাসী অষ্টগ্রামের অধিপতি তার্ক কোতোয়ালের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম হয়। সেই সংগ্রামে মদন নিহত হইয়াছিলেন। পুত্র শোকাতুরা বিমাতার কথঞ্চিৎ শোকা- পনয়নার্থ বিশ্বসিংহ তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা চন্দনকে শকাব্দা ১৪৩২, বঙ্গাব্দা ৯১৭, ও ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্য ভার প্রদান করেন। এই সময় হইতেই কোচবিহারের রাজশকের গণনারম্ভ হইয়াছে। বিশ্বসিংহ অত্যন্ত পরাক্রমশালী বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি সমগ্র কামরূপে একাধিপত্য সংস্থাপন করেন। ভোটানাধিপতি তাঁহার পরাক্রমে ভীত হইয়া তাঁহাকে কর প্রদানে সম্মত হইয়াছিলেন। অষ্টম হেন্‌রী যে সময়ে ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, ইব্রাহিম যে সময়ে দিল্লীর সম্রাট্, নসিরৎসাহ যে সময়ে গৌড় নগরে বঙ্গাধিপের আসনে প্রতিষ্ঠিত, সেই সময়ে বীরশ্রেষ্ঠ বিশ্বসিংহ আসামের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে জলপাইগুড়ীর পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত সমু- দায় প্রদেশ জয় করিয়া স্বাধিকার সংস্থাপন করেন।

চন্দন।

রাজশক ১-১২; খৃঃ ১৫১০-১৫২২।

১৩ বৎসর।

বিশ্বসিংহ যে রূপে চন্দনকে রাজ্য ভার প্রদান করেন, তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। চন্দন নামমাত্র রাজা ছিলেন; রাজকার্য্য সমুদায় বিশ্বসিংহই সম্পাদন করিতেন।

কামরূপের শাসন কর্ত্তার তিন কন্যা ছিল; চন্দন তাঁহার এক কন্যাকে, বিশ্বসিংহ ও শিষ্যসিংহ অপর দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। চন্দন ১৩ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

—০:০—

বিশ্বসিংহ।

১৩-৪৩; ১৫২৩-১৫৫৩।

৩১ বৎসর।

চন্দনের মৃত্যুর পর তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিশ্বসিংহ রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। ইনি প্রথমে সিংহাসন প্রস্তত করেন, এবং ইঁহার রাজদণ্ডের উপর হনুমানের মূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। তাঁহার ভ্রাতা শিষ্যসিংহ রায়কত উপাধি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অভিষেক সময়ে ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন। বিজনী, বিদ্যাগ্রাম, বিজয়পুর প্রভৃতি প্রদেশ তিনি জয় করিয়াছিলেন। সিংহাসনারোহণ করিয়াই ইনি ভোটানাধিপতিকে কর প্রদান করিতে আদেশ করেন। ভোটানাধিপতি—দেবরাজ ইঁহার আদেশ অবমাননা করাতে ভোটানাক্রমণার্থ ইনি সজ্জীভূত হন। তৎশ্রবণে দেবরাজ ভীত হইয়া তাঁহাকে কর প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ইনি গৌড় পরাজয় কামনায় সসৈন্যে যাত্রা করিয়াছিলেন; এবং জলপাইগুড়ীর পশ্চিমে বহু দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া উক্ত প্রদেশ স্বাধিকার ভুক্ত করিয়াছিলেন। রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে স্বীয় ভ্রাতা শিষ্যসিংহ রায়-

কতকে বৈকুণ্ঠপুরে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। বিশ্বসিংহের তিন পুত্র ছিল; জ্যেষ্ঠ নৃসিংহ; মধ্যম নরনারায়ণ, এবং কনিষ্ঠ চিলারায়। নরনারায়ণের অপর নাম মল্ল-নারায়ণ, ও চিলারায়ের অন্য নাম শুক্লধ্বজ ছিল। বিশ্বসিংহ চিক্না পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া হিমালয়ের নিম্ন প্রদেশে হিঙ্গলাবাসি নামক স্থানে রাজধানী সংস্থাপন করেন।

নরনারায়ণ।

৫৩-৮৫; ১৫৫৪-১৫৮৬।

৩৩ বৎসর।

রাজা নরনারায়ণ ১৫৫৪ খৃঃ অব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। কথিত আছে যে, সিংহাসনের যথার্থ অধিকারী তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নৃসিংহ রাজা হইবেন স্থিরীকৃত হইয়া তাহার উদ্যোগ হইতেছিল; এমত সময়ে নরনারায়ণের স্ত্রী উপস্থিতা হইয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, তাঁহার পরিণয় কার্য্য সম্পাদনান্তে তিনি যখন তাঁহাকে প্রণাম করেন, "আপনি রাণী হইবেন," এই কথা বলিয়া নৃসিংহ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি স্বয়ং রাজা হইলে তাঁহার আশীর্ব্বচন মিথ্যা হইবে। এই কথা স্মরণ করত নৃসিংহ রাজত্ব গ্রহণ না করিয়া তদীয় কনিষ্ঠ নরনারায়ণকে সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। রাজা নরনারায়ণ স্ব-নামে মুদ্রা খোদিত করিয়া তাহার প্রচলন করেন। ইহারই নাম নারায়ণী টাকা; এই মুদ্রাই নারায়ণী টাকা বলিয়া খ্যাত

হয়। খৃঃ ১৮৬৫ পর্য্যন্ত নারায়নী টাকা এ রাজ্যে প্রচলিত ছিল। টাকার এক দিকে তাঁহার নিজ নাম অঙ্কিত হয়, ও অপর দিকে দেব নাগর অক্ষরে মহাদেবের নাম খোদিত হয়। রাজা নরনারায়ণ প্রথমে স্ব-নামে মোহর অঙ্কিত করিয়া প্রচলিত করেন। ইনি দুইটী মোহর প্রস্তুত করেন; একটীতে স্বীয় নাম, ও অপরটীতে কেবল সিংহমূর্ত্তি ছিল। ইহাকে সিংহ-ছাপ বলিতেন। তাঁহার যাবতীয় অনুজ্ঞা সিংহছাপে প্রচারিত হইত। ইনি সমগ্র আসাম এবং গৌড়ের কতক অংশ পরাজয় করিয়াছিলেন। নরনারায়ণ আসাম পরাজয় করিয়া আসাম অধিপতির রাজ-ছত্র আনয়ন করিয়াছিলেন। ঐ ছত্র অদ্যাপিও কোচবিহারের রাজাদিগের অন্যতর রাজ-সজ্জা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিলারায় বা শুক্লধ্বজ অত্যন্ত পরাক্রমশালী বীর পুরুষ ছিলেন। ইনি রাজার সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া অনেক নূতন প্রদেশ কোচবিহার রাজ্য ভুক্ত করেন। ইঁহারই বাহু বলে গঙ্গা নদীর উত্তর তীর পর্য্যন্ত কোচবিহার রাজ্যের সীমা বিস্তীর্ণ হইয়াছিল।

কোচবিহারের সাত ক্রোশ পূর্ব্বে রাণীর হাটের সন্নিকটে অদ্যাপি কতকগুলি গড় ও বাড়ীর ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানকে 'চিলারায়ের কোট' বলে। রাজা নরনারায়ণও স্বয়ং যুদ্ধে নিপুণ ছিলেন; সেই জন্য তাঁহার অন্য নাম মল্ল-নারায়ণ ছিল। সংস্কৃত ভাষায় ইনি বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইঁহারই সভাপণ্ডিত পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক "রত্নমালা" নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল। অদ্যাপি কোচবিহার ও আসাম প্রদেশে এই ব্যাকরণ প্রচ-

লিত আছে। ইনি কামরূপ হইতে বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া খাগড়াবাড়ী, ময়নাগুড়ি প্রভৃতি পঞ্চ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং প্রত্যেকের ভরণ পোষণার্থ নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন। হিন্দু ধর্ম্মেও ইঁহার বিলক্ষণ মতি ছিল। কামাখ্যার বর্ত্তমান মন্দির ইঁহারই দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। দেবীর নিত্য সেবার্থে ইনি নিষ্কর ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। মন্দিরের সন্নিকটে অদ্যাপিও ইঁহার, ও ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুক্লধ্বজের প্রতিমূর্ত্তি বিরাজিত আছে। মন্দিরের গাত্র দেশে প্রস্তরোপরি দুইটী সংস্কৃত শ্লোক খোদিত আছে। রাজা মল্লনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজ আসাম পরাজয় করিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তদ্বিবরণ ঐ শ্লোকে বর্ণিত আছে।

রাজা নরনারায়ণ আসাম পরাজয় করিয়া বর্ত্তমান কোচবিহার রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা সোণকোশ নদ হইতে তৎপূর্ব্ব প্রদেশসমূহ কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুক্লধ্বজকে প্রদান করেন। শুক্লধ্বজের পৌত্র পরীক্ষিত নারায়ণ ও বলিত নারায়ণের উত্তরাধিকারিগণ অদ্যাপি বিজনী ও দুরঙ্গ রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নৃসিংহনারায়ণের পুত্রগণের ভরণ পোষণার্থ ইনি পাঙ্গার রাজ্য তাঁহাদিগকে সমর্পণ করেন। তাঁহাদের বংশ কালে লোপপ্রাপ্ত হইয়া পাঙ্গার রাজ্য তদীয় দৌহিত্র সন্তানগণের উপভোগ্য হইয়াছে। ইনি তেত্রিশ বৎসর রাজ্য ভোগ করত মানবলীলা সম্বরণ করেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ।

৮৫-১১৮ ; ১৫৮৭-১৬২০।

৩৪ বৎসর।

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ১৫৮৭ খৃঃ অব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে আকবর সাহ উপবিষ্ট ছিলেন, এবং রাজা মানসিংহ বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। আকবরের অন্যতর সেনাপতি আলিকুলি খাঁ গৌড় রাজ্য পরাজয় করেন। তাঁহার সৈন্যেরা কোচবিহারের অধিকার মধ্যেও নানা রূপ অত্যাচার করে। লক্ষ্মীনারায়ণ বিলাস পরতন্ত্র ছিলেন ; স্বয়ং কোন যুদ্ধে গমন করিতেন না। তাঁহার সৈন্যেরা প্রায়শই যবন সেনার নিকট পরাস্ত হইতে লাগিল, এবং রাজ্য বিনষ্টপ্রায় হইয়া উঠিল। পরে তিনি বাধ্য হইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। এই সময়ে জাহাঙ্গীরসাহ দিল্লীর বাদসাহ ছিলেন। সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। দিল্লীর সৈন্য তাঁহার রাজ্যে আর কোন রূপ অত্যাচার করিবে না, সম্রাট এই রূপ আদেশ প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহাকে প্রতিশ্রুত হইতে হইয়াছিল যে, তিনি আপন রাজ্যে সম্পূর্ণ নারায়ণী টাকা আর প্রচলন করিবেন না। এই সময় হইতে সম্পূর্ণ নারায়ণী টাকা উঠিয়া গিয়া নারায়ণী আধুলী (অর্দ্ধ মুদ্রা) প্রচলিত হইল।

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের ১৮টী পুত্র ছিল ; তন্মধ্যে বীরনারায়ণ মহারাণীর গর্ভ সম্ভূত। রাজা তদীয় ১৮ পুত্রের বাস

নিমিত্ত ১৮টী ভিন্ন ভিন্ন বাটী প্রস্তুত করিয়া দেন। সেই স্থান অদ্যাপি 'আঠারকোটা' নামে খ্যাত। ইনি তদীয় তৃতীয় পুত্র মহীনারায়ণকে নাজীরদেব অর্থাৎ সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ৩৪ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া ১৬২০ খৃঃ অব্দে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ স্বর্গারোহণ করেন।

বীরনারায়ণ।

১১৯-১২৩। ১৬২১-১৬২৫।

৫ বৎসর।

১৬২১ খৃঃ অব্দে রাজা বীরনারায়ণ পিতৃত্যক্ত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ইঁহার অভিষেক সময়ে রায়কত্ অনুপস্থিত থাকা হেতু মহীনারায়ণ কুমার ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন। বীরনারায়ণের রাজ্য প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই ভোটানাধিপতি কর ও উপঢৌকন প্রদান রহিত করেন। রাজা একান্ত বিলাস প্রিয় ছিলেন, সুতরাং সে সম্বন্ধে আর কোন বাক্য ব্যয় করিলেন না। তিনি পাঁচ বৎসর মাত্র রাজ্য ভোগ করিয়া পরলোক গমন করেন।

প্রাণনারায়ণ।

১২৪-১৬২, ১৬২৬-১৬৬৪।

৩৯ বৎসর।

১৬২৬ খৃঃ অব্দে রাজা প্রাণনারায়ণ রাজ্যাভিষিক্ত হন। ইনি অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার সময়ে কোচবিহারে

সংস্কৃত ভাষার বিলক্ষণ চর্চা হইয়াছিল। ইনি পঞ্চরত্ন নামক এক সভা সংস্থাপন করেন। কবিরত্ন ও কবিভূষণ নামক দুইটী প্রধান পণ্ডিত এই সভার অধ্যক্ষতা করিতেন। ইহার সভাসদ্‌বর্গ সকলেই সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং রাজা নিরন্তর শাস্ত্রালোচনায় দিন যাপন করিতেন। ইনি জল্পেশ্বরে, গোসানিমারীতে, বাণেশ্বরে এবং সিদ্ধেশ্বরী নামক স্থানে দেবমন্দির সংস্থাপন করেন। ইহাঁর সভায় গায়কদিগেরও বিশেষ সমাদার ছিল, এবং ইনি সংগীত বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইনি নির্ব্বিবাদে ও পরম সুখে ৩৯ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। প্রাণনারায়ণ দীর্ঘ কাল পীড়িত থাকাতে দেশ মধ্যে জনরব হইয়া উঠিয়াছিল যে, মহারাজের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। ইহাতে মহীনারায়ণ নাজিরদেব, তাঁহার ৪ পুত্র—রূপনারায়ণ, জগৎনারায়ণ, যজ্ঞনারায়ণ, এবং চন্দ্রনারায়ণ সহ রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তাঁহার আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, তাহাকে নিকটে আনয়নার্থ কবিরত্ন ও কবিভূষণকে প্রেরণ করিলেন। মহীনারায়ণ, পণ্ডিতদ্বয়কে দেখিবামাত্র, তাঁহাদিগের শিরশ্ছেদন করিলেন। ইহার ৩ দিন পরেই মহারাজ মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মহীনারায়ণের ৪ পুত্র সিংহাসন অধিকার করণার্থ ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ করে। মহীনারায়ণ নিরুপায় হইয়া প্রাণনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র মোদনারায়ণকে স্বয়ং ছত্র ধারণ পূর্ব্বক রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। মোদনারায়ণের নামে মুদ্রা প্রস্তুত ও মোহর অঙ্কিত হইল।

মোদনারায়ণ।

১৬১-১৭৬ ; খৃঃ ১৬৬৫-১৬৭৯।

১৫ বৎসর।

রাজা মোদনারায়ণ ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহীনারায়ণ তাঁহাকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করিয়া তাঁহার নিজের সমুদয় লোককে রাজ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; সুতরাং মোদনারায়ণ নামমাত্র রাজা হইলেন। মহীনারায়ণের আদেশ মতেই রাজ কার্য্য চলিত। সম্যক্ প্রকারে ক্ষমতা বিহীন হইয়া মোদনারায়ণ কিছু দিন অতি দুঃখে কালাতিপাত করেন। পরে অকস্মাৎ এক দিবস মহীনারায়ণের নিযুক্ত কতিপয় রাজকর্ম্মচারীর প্রাণদণ্ড করেন। ক্রোধ পরবশ হইয়া মহীনারায়ণ ও তাঁহার ৪ পুত্র সসৈন্যে রাজধানী আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল। সংগ্রামে মহীনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রনারায়ণ প্রাণত্যাগ করিলেন। পরে ঈশ্বর কৃপায় মোদনারায়ণ জয় লাভ করিলেন। মহীনারায়ণ ভয়াভিভূত হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইলেন। তাঁহার ৩ পুত্র ভূটানে পলায়ন করিল। মহীনারায়ণকে ধৃত করার জন্য রাজা স্থানে স্থানে দূত প্রেরণ করিলেন। বৈকুণ্ঠপুরে মহীনারায়ণ ধৃত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রত্রয় ভূটিয়াগণের সাহায্যে বিহার আক্রমণ করিল। দুই তিন বার যুদ্ধ হইয়া অবশেষে তাহারা সম্যক্‌রূপে পরাস্ত হইল। ১৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া মোদনারায়ণ

মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। বিশ্বসিংহের বংশ এই হইতেই লোপ প্রাপ্ত হয়।

বসুদেবনারায়ণ।

১৭৬-১৭৭; ১৬৮০-১৬৮১।

২ বৎসর।

রাজা মোদনারায়ণের মৃত্যুর পর রাজকর্মচারিগণ ইতি-কর্ত্তব্যাবধরণ করিতে না পারিয়া বৈকুণ্ঠপুরে রায়কতকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তিনি রাজধানীতে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বেই গোঁসাই-মহীনারায়নের পুত্রত্রয় ভুটিয়াগণের সাহায্যে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া লুঠ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা অনেকের প্রাণবধ করে; এবং রাজার ছত্র-দণ্ড, সিংহাসন, তরবারি প্রভৃতি অপহরণ করে। রাজা প্রাণনারায়ণের তৃতীয় পুত্র বসুদেবনারায়ণ, এবং ইঁহার পুত্র মাননারায়ণ ভয়ে দক্ষিণ দেশে পলায়ন করিলেন। গোঁসাই-মহীনারায়ণের পুত্রত্রয় প্রত্যেকেই রাজা হইতে সচেষ্ট হইল। ইতিমধ্যে রায়কত সসৈন্যে রাজধানীতে উপনীত হইলেন। মহীনারায়ণের পুত্রেরা প্রাণ ভয়ে ভুটিয়াগণ সহিত পর্ব্বত প্রদেশে পলায়ন করিল। রায়কত শত্রুদিগের সাক্ষাৎ না পাইয়া বিষন্ন হইলেন; পরে বসুদেবনারায়ণকে সিংহাসনে অধিরূঢ় করিয়া বৈকুণ্ঠপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পুনরায় মহীনারায়ণের পুত্রগণ রাজ্য আক্রমণ করিল। বসুদেবনারায়ণ সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ

সম্যক্‌রূপে পরাজিত হইয়া শত্রু হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। রায়কতেরা এই সংবাদ শ্রবণে পুনরায় সসৈন্যে রাজধানীতে উপস্থিত হইল; এবং বসুদেবনারায়ণের ভ্রাতুষ্পৌত্র মহেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিল।

মহেন্দ্রনারায়ণ।

১৭৭-১৮৮; ১৬৮২-১৬৯৩।

১২ বৎসর।

১৬৮২ খৃঃ অব্দে রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন; তৎকালে তিনি পঞ্চম বৎসরের শিশু ছিলেন। রাজকর্ম্মচারিগণের হস্তে যাবতীয় রাজকার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল। তৎকালে রাজ্যে নানা বিধ বিশৃঙ্খলা ঘটে; মোগল সম্রাট পূর্ব্ব-ভাগ, পাট-গ্রাম, ও বোদা, এই পরগণা ত্রয় অধিকার করেন; এবং কাকিনিয়া, কাজির হাট, টেপা প্রভৃতির শাসনকর্ত্তৃগণ স্বেচ্ছাচারী হইয়া যবনরাজের বশ্যতা স্বীকার করত সনন্দ গ্রহণ করে। রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৬৯৩ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

রূপনারায়ণ।

১৮৫-২০৫ ; ১৬৯৪-১৭১৪।

২০ বৎসর।

১৬৯৪ খৃঃ অব্দে—১৮৫ রাজশকে—রাজা রূপনারায়ণ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইনি গোঁসাই-মহীনারায়ণের পৌত্র। ইঁহার রাজ্যাভিষেক হওয়ার পর ইনি শিশুনারায়ণকে দেওয়ানের পদে মনোনীত করিলেন। রাজা মহেন্দ্রনারায়ণের রাজত্ব কালে পরগণা পূর্ব্বভাগ, বোদা, এবং পাটগ্রাম, যাহা যবন সম্রাট অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা পুনরুদ্ধারার্থ তিনি যুদ্ধ করত অকৃতকার্য্য হন ; এবং ঢাকার নবাব জবরদস্ত খাঁকে কর প্রদানে স্বীকৃত হইয়া সন্ধি সংস্থাপন করেন। রাজা রূপনারায়ণ বিংশতি বৎসর রাজত্ব করত ১৭১৪ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন। এই রাজাই বিখ্যাত মদনমোহনের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

উপেন্দ্রনারায়ণ।

২০৫-২৫৪ ; ১৭১৪-১৭৬৩।

৪৯ বৎসর।

১৭১৪ খৃঃ অব্দে রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যাধিকার লাভ করেন। ইঁহার রাজত্ব কালে ভোটরাজ নির্ব্বিবাদে ভোটাস্ত প্রদেশ অধিকার করেন। মহারাজের কোন সন্তানাদি না হওয়াতে তিনি সত্যনারায়ণ দেওয়ানদেবের পুত্র দিনরায়কে

দত্তক গ্রহণ করেন। কিন্তু দিনরায় রাজার জীবিতাবস্থায় রাজ্যাধিকার প্রাপ্তির জন্ত তদানীন্তন ঢাকার সুবেদারের সাহায্য গ্রহণ করেন, এবং কোচবিহার আক্রমণার্থ অনেক চেষ্টা করিয়া বিফল প্রযত্ন হন। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার ধলুয়াবাড়ী রাজধানীতে মানব-লীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার প্রথমা পত্নী সহমরণ গমন করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনারায়ণ।

২৫৪-২৫৬; ১৭৬৩-১৭৬৫।

২ বৎসর।

১৭৬৩ খৃঃ অব্দে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ তদীয় পিতৃ সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম চারি বৎসর মাত্র হইয়াছিল। রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের ছয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে রতিশর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণ রাজবাটীর নিকটস্থ পদ্ম পুষ্করণীর তীরে তরবারির দ্বারা তাঁহাকে নিহত করে। রাণীগণ পুত্র শোকে অধীরা হন। ভোট-রাজ এই হত্যাকাণ্ডে ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত অত্যাচারের চক্রান্ত-কারী রামানন্দ গোস্বামীর প্রাণ দণ্ড করেন, এবং কোচ-বিহার রাজ্য রক্ষার্থ জনৈক রাজ প্রতিনিধি এ রাজ্যে প্রেরণ করেন।

ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ।

২৫৬-২৬০ ; ১৭৬৫-১৭৭০।

৫ বৎসর।

১৭৬৫ খৃঃ অব্দে খড়্গনারায়ণ দেওয়ানদেবের তৃতীয় পুত্র রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ, নাজিরদেবের সহায়তা ক্রমে, কোচবিহারের রাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ইনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই, অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিবর্গের কুমন্ত্রণায় তদীয় দেওয়ান রামনারায়ণের বিনাশ সাধনে কৃতসংকল্প হন ; এবং তাঁহাকে এক দিবস রাজভবনে আহ্বান করত স্বহস্তেই তাঁহাকে বধ করেন। ভোটরাজ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড শ্রবণে, ও রাজার স্বেচ্ছাচারিতা অবলোকনে, অমাত্যবর্গ সহ রাজাকে বন্দী করত ভোট রাজধানীতে লইয়া যান।

রাজেন্দ্রনারায়ণ।

২৬১-২৬৩ ; ১৭৭০-১৭৭২।

২ বৎসর।

১৭৭০ খৃঃ অব্দে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ভোট রাজের সাহায্যে বিহারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। রাজেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যচ্যুত ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইঁহার রাজত্ব কালে কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই। ইনি দার পরিগ্রহ করিয়া সপ্তাহ কাল মধ্যেই মানবলীলা সম্বরণ করেন।

ধরেন্দ্রনারায়ণ।

২৬৩-২৬৫; ১৭৭২-১৭৭৪।

২ বৎসর।

১৭৭২ খৃঃ অব্দে বন্দীকৃত রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের পুত্র রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। তৎকালে এই রাজ্যে ভোটরাজের সম্পূর্ণ আধিপত্য হইয়াছিল। ভোটরাজ ইঁহাকে কোন মতেই রাজপদে স্থিরতর রাখিবেন না। কিন্তু তদানীন্তন নাজিরদেব স্বীয় ক্ষমতাবলে ইঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্টিত করিলেন। ভোটরাজ ইহাতে কুপিত হইয়া বহু বিধ সেনা লইয়া বিহার রাজ্য আক্রমণ করেন; এবং রাজভবনে শিবির সন্নিবেশিত করেন। নাজিরদেব কৌশলক্রমে শিশু রাজার হিত কামনায় রাজমাতা সহ বলরামপুর গ্রামে পলায়ন করিলেন। কিন্তু তথায় ইঁহাদিগের বিপদাশঙ্কা দেখিয়া ব্রিটিষ রাজ্যান্তর্গত পাঙ্গা প্রদেশে পলায়ন করিলেন। ভোটসৈন্য একাদিক্রমে প্রায় সমস্ত বিহার রাজ্য নির্ব্বিবাদে অধিকার করিতে লাগিল। নাজিরদেব অন্যান্য রাজ কর্ম্মচারীদিগের সহিত একমত হইয়া তদানীন্তন ব্রিটিষ গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব সদনে রাজ্যোদ্ধারার্থ সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। হেষ্টিংস সাহেব কোচবিহার রাজ্য হইতে বার্ষিক নিয়মিত কর প্রাপ্ত হইলে সাহায্য করিবেন, এমত প্রতিশ্রুত হইলেন। পরে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রেল, ও ১১৭৯ বঙ্গাব্দের ৬ই মাঘ দিবসে এক পক্ষে কোম্পানী বাহাদুর, অপর পক্ষে

কোচবিহারের মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণ, এতদুভয় মধ্যে এই বিবরণে সন্ধি স্থাপিত হইল যে, কোম্পানী বাহাদুর নিঃসহায় রাজ্যভ্রষ্ট ও বিপদাপন্ন রাজার রাজ্যোদ্ধারের নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করিবেন ; মহারাজকে সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে ; রাজ্যোদ্ধার হইলে মহারাজ কোম্পানী বাহাদুরের বশীভূত থাকিবেন, ও বর্ষে বর্ষে কোম্পানী বাহাদুরকে অর্দ্ধ রাজস্ব লালবন্দী স্বরূপ প্রদান করিবেন। ব্রিটিষ কর্ম্মচারি-কর্ত্তৃক অর্দ্ধ রাজস্বের যে পরিমাণ নিরূপিত হইবে, তাহা চিরকালের জন্য স্থিরতর থাকিবে ; ভবিষ্যতে রাজ্যের আয় বৃদ্ধি হইলেও তাহার ন্যূনাধিক কদাপি হইবে না। রাজার কোন রূপ বিপদ ভবিষ্যতে উপস্থিত হইলে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সৈন্যদ্বারা সর্ব্ব প্রকারে রাজার সাহায্য করিবেন, কিন্তু সৈন্যের ব্যয় মহারাজকে দিতে হইবে। কোম্পানী বাহাদুরের পক্ষ হইতে গবর্ণমেণ্ট কৌন্সেলের অধ্যক্ষ, এবং রাজার পক্ষ হইতে খগেন্দ্রনারায়ণ নাজিরদেব সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন। এই সন্ধির মর্ম্মানুসারে কাপ্তেন জোন্স সাহেব ৪ কোম্পানী ইংরেজ সৈন্য সহ এই রাজ্যে উপনীত হইয়া অচিরে দুর্বৃত্ত অসভ্য ভুটিয়াদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, এবং তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া বন্দী রাজা ধৈর্য্যেন্দ্র-নারায়ণকে কারামুক্ত করত স্বরাজ্যে আনয়ন করিয়া দিলেন। মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণ ২ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ।

২৬৫-২৭৪ ; ১৭৭৪-১৭৮৩।

৯ বৎসর।

১৭৭৪ খৃঃ অব্দে মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ দ্বিতীয়বার কোচবিহারের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ইনি এবার রাজ্যাবিক্ত হইয়া রাজকার্য্যে নিতান্ত ঔদাস্যভাব অবলম্বন করিতে লাগিলেন। মহারাণী এবং সর্ব্বানন্দ গোস্বামীর দ্বারাই রাজ্য শাসনের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। মহারাজ তদীয় রাজত্বের শেষ ভাগে বাতুল সদৃশ হইয়াছিলেন। ২৭৪ রাজ-শকে মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

হরেন্দ্রনারায়ণ।

২৭৪-৩২৯ ; ১৭৮৩-১৮৩৭।

৫৬ বৎসর।

১৭৮৩ খৃঃ অব্দে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। ইনি তৎকালে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। স্বর্গীয় মহা-রাজের উইল অনুসারে মহারাণী রাজমাতা, হরেন্দ্রনারায়ণ প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত, রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেন। নাজিরদেবও সমগ্র রাজ্যে স্বীয়াধিপত্য বিস্তার

করিতে অত্যন্ত অভিলাষী হইলেন; ফলতঃ রাজমাতার ক্ষমতা হ্রাস করিয়া স্বীয় ক্ষমতা রাজ্যমধ্যে প্রবল করিবার নিমিত্ত নানা বিধ ষড়যন্ত্র করিয়া কোন ফল লাভ করিতে পারিলেন না। রাণীর হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত থাকিলে গবর্ণমেণ্টের কর প্রাপ্তির ব্যাঘাত হইবে, এই মর্ম্মে নাজিরদেব গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলেন। রাজ্যাভ্যন্তরস্থ সমস্ত গোলযোগের বিষয় অবগত হওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্ট কাপ্তেন স্মিথকে এই রাজ্যে প্রেরণ করেন। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন স্মিথ এস্থানে আগমন করত মহারাণী রাজমাতার ক্ষমতা স্থিরতর রাখিয়া রাজ্য মধ্যে শান্তি সংস্থাপনার্থ ঘোষণা করিয়া গেলেন। নাজিরদেব তখন অগত্যা তাঁহার দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর রাজমাতা বৈরনির্য্যাতনে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। তাঁহার আদেশ ক্রমে নাজিরদেব ও দেওয়ানদেবের সর্ব্বস্বান্ত হইল। এমন কি, নাজিরদেব প্রাণ ভয়ে কামরূপ ক্ষেত্রে পলায়ন করিলেন; ও তথা হইতেই তিনি ষড়যন্ত্র করিয়া বহুবিধ সৈন্য সংগ্রহ করত বিহার রাজ্য ও রাজভবন আক্রমণ করিলেন; এবং রাজমাতা, মহারাজ, ও সর্ব্বানন্দ গোস্বামীকে লইয়া গিয়া বলরামপুরে বন্দী করিয়া রাখিলেন। রঙ্গপুরের কালেক্টর এই সংবাদ অবগত হইয়া কতিপয় সেনা প্রেরণ করতঃ রাজা ও রাজমাতাকে শত্রু হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া বিহারে পুনঃ প্রেরণ করিলেন, এবং ষড়যন্ত্রকারীদিগকে ধৃত করত রঙ্গপুরের কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। নাজিরদেব সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া পাট-গ্রাম,

বোদা ও পূর্ব্ব ভাগের উপস্বত্ব গ্রহণ করিতেন; কিন্তু রাজ্যের শান্তি রক্ষার ভার তৎকালে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হওয়াতে নাজিরদেব উক্ত স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইলেন।

১৮০১ খৃঃ অব্দে মহারাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, এবং ব্রিটিষ তত্ত্বাবধানও রহিত হইল। কিন্তু পুলীশের তত্ত্বাবধানের ভার রঙ্গপুরের কালেক্টরের হস্তে ন্যস্ত থাকিল। মহারাজ হরেন্দ্রনারয়ণ রাজ কার্য্যে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিতেন না; সুতরাং রাজ কর্ম্মচারীরাই সমুদয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিত। রাজ্যের সুশাসনার্থ ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্ট ক্রমান্বয়ে গুড্‌লেড, পীটর্‌মুর, হেন্‌রি ডাগ্‌লাস, স্মিথ, আমুটী ও ম্যাক্‌লাউড্‌ সাহেবদিগকে কমিসনর নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। মেঃ ফ্রান্সিস প্যারি ও মেঃ স্যেজ মহারাজের হস্ত হইতে ফৌজদারীর ক্ষমতা গ্রহণ করার জন্য ক্রমান্বয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া আইসেন; কিন্তু মহারাজ তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। ১৮০৫ খৃঃ অব্দে লর্ড কর্ণওআলিস গবর্ণর জেনেরলের পদে পুনরাগমন করেন। তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে রঙ্গপুরের জজের হস্ত হইতে বিহারের ফৌজদারীর ক্ষমতা গৃহীত হইয়া মহারাজের প্রতি অর্পিত হয়। গবর্ণর জেনেরল মহারাজকে এই মর্ম্মে এক খানা পত্র লিখেন যে, তাঁহার কোন বিষয়ে উপদেশ লওয়ার প্রয়োজন হইলে তিনি কমিসনরের যোগে স্বয়ং গবর্ণর জেনেরলকে পত্র লিখিবেন। ১৮০৭ সালে মহারাজ বর্ত্তমান সাগরদীঘী খনন করিয়া তৎপশ্চিম তীরে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮১২ খৃঃ মহারাজ ভেটাগুড়ী নামক স্থানে রাজধানী

নির্ম্মাণ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসে উক্ত বাটীতে গমন করেন। মেঃ ম্যাক্‌লাউড্ সাহেব নানা রূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্টে লিখিয়া রাজার হস্ত হইতে ফৌজদারীর ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু মহারাজ গবর্ণর জেনেরল সাহেবকে সমস্ত বিবরণ অবগত করাইলে মহামতি লর্ড ময়রা মহারাজের ক্ষমতা সম্বন্ধে নানা বিধ অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়া ম্যাক্‌লাউড্ সাহেবকে বিহার হইতে প্রস্থান করার আদেশ করিলেন, ও ফৌজদারী আদালত প্রভৃতির সমস্ত ক্ষমতা অবিরোধে পরিচালন জন্য মহারাজকে পত্র লিখিলেন। তিনি স্পষ্টরূপে মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন যে, লালবন্দী নিয়মিত রূপে প্রদত্ত হয় কি না, এতদ্বিষয় মাত্র দৃষ্টি রাখা ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট অন্য কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

১৮২১ খৃঃ অব্দে মহারাজ ধলিয়াবাড়ী নামক স্থানে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন; ৭ বৎসর এই রাজধানীতে বসবাস করিয়া ১৮২৮ খৃঃ অব্দে মহারাজ পুনরায় কোচবিহারে রাজধানী স্থাপন করেন। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ৫৬ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে বারাণসীতে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

শিবেন্দ্রনারায়ণ।

৩৩০-৩৩৮ ; ১৮৩৯-১৮৪৭।

৮ বৎসর।

১৮৩৯ খৃঃ অব্দে মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহারের রাজ্যাধিকার লাভ করেন। কাশী ক্ষেত্রে বৃদ্ধ মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের মৃত্যু হইলে, কুমার বজ্রেন্দ্র-নারায়ণ রাজ্যাধিকার প্রাপ্তির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন; কিন্তু শিবেন্দ্রনারায়ণ অসাধারণ বুদ্ধি কৌশল ক্রমে রাজ্যা-ধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিজীবী ও শান্ত স্বভাবাপন্ন ছিলেন। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ গবর্ণমে-ণ্টের প্রাপ্য কর অনেক বৎসর পর্য্যন্ত প্রদান করেন নাই। শিবেন্দ্রনারায়ণ গবর্ণমেণ্টের সেই সমুদয় ঋণ পরিশোধ করত রাজ্যের সুশাসন ও নানাবিধ বিষয়ে সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ব্যবস্থা ও আইন মত রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ রাজসভা ও মহাবিচারালয় সংস্থাপন করেন। এই বিচারা-লয়ে রাজস্ব, দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত সমুদয় বিচারের চরম নিষ্পত্তি হইত। দেওয়ান বাবু কালীচন্দ্র লাহিড়ী এবং বাবু ঈশানচন্দ্র মুস্তফী এই বিচারালয়ের বিচারক ছিলেন। মধ্যে মধ্যে কোন কঠিন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে শিবেন্দ্র-নারায়ণ স্বয়ং পণ্ডিতগণ সহ বিচারালয়ের কার্য্য করিতেন। ১৮৪১ খৃঃ অব্দে তিনি ধর্ম্মশালা সংস্থাপন করেন। ইনি একত্রে দুই দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

১৮৪৬ খৃঃ অব্দে মহারাজ কাশী যাত্রা করেন। যাত্রা কালে ভ্রাতুষ্পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণকে দত্তক গ্রহণ করত সঙ্গে লইয়া যান। ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ বারাণসীতে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

নরেন্দ্রনারায়ণ।

৩৩৮-৩৫৪; ১৮৪৭-১৮৬৩।

১৬ বৎসর।

১৮৪৭ খৃঃ অব্দে মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর রাজ্যাভিষিক্ত হন। নরেন্দ্রনারায়ণ স্বর্গীয় মহারাজের সমভিব্যাহারে বারাণসীতেই অবস্থিতি করিতেন। মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের লোকান্তর হইলে, বারাণসীতেই মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যাভিষিক্ত হন। তৎকালে ইহাঁর বয়ঃক্রম ৬ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। অতঃপর তিনি এই রাজ্যে প্রত্যাগমন করেন; এবং তদানীন্তন দেওয়ান বাবু কালীচন্দ্র লাহিড়ীর উদ্যোগে গবর্ণর জেনেরলের এজেন্ট জেঙ্কিন্স্ সাহেবের অভিপ্রায় মত তিনি বিদ্যাভ্যাস জন্য কৃষ্ণনগরে প্রেরিত হন। কৃষ্ণনগরে কিয়ৎকাল শিক্ষা লাভ করিয়া, কলিকাতায় ওয়ার্ড্স ইনষ্টিটিউসনে নীত হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনারায়ণ মহারাজের অপ্রাপ্ত বয়স সময়ে তাঁহার পিতা কুমার বজ্রেন্দ্রনারায়ণ সরবরাহকার নিযুক্ত থাকিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মহারাজের

বিমাতৃদ্বয় শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কামেশ্বরী ও বৃন্দেশ্বরী রাজকার্য্য পরিচালন করেন।

১৮৬০ খৃঃ অব্দে মহারাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইঁহার সময়ে ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে কোচবিহারে জেঙ্কিন্স-স্কুল সংস্থাপিত হয়। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে তিনি ষ্ট্যাম্প কাগজ এ রাজ্যে প্রচলিত করেন।

১৮৬২ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে মহারাজকুমার নৃপেন্দ্রনারায়ণ জন্ম পরিগ্রহ করেন। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দের ৬ই অগাষ্ট তারিখে মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ, ২২ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে, ৪ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া, বিহার রাজধানীতে স্বর্গারোহণ করেন।

মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ।

১৮৬৩ খৃঃ অব্দের ২২এ ভাদ্র তারিখে মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ, দশ মাস বয়ঃক্রম কালে, সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পিতামহী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কামেশ্বরী ও বৃন্দেশ্বরী, এবং বিমাতা মহারাণী নিস্তারিণী রাজ কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে মহারাজের নামে টাকা ও মোহর মুদ্রিত হয়। কয়েক মাস পর্য্যন্ত রাজকার্য্য নির্ব্বিবাদে সম্পাদন করিয়া মহারাণীগণ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করেন। এই সমুদয় বৃত্তান্ত ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হওয়াতে, গবর্ণমেণ্ট মহারাজের অপ্রাপ্ত ব্যবহার কাল পর্য্যন্ত নিজ হস্তে রাজ্যভার গ্রহণ

করার সম্বন্ধে, ১৮৬৪ খৃঃ অব্দের ২৬এ জানুয়ারী তারিখে শ্রীযুক্ত কর্ণেল হটন সাহেব মহোদয়কে কোচবিহারের কমিসনর নিযুক্ত করেন। তিনি ১১ই ফেব্রুয়ারী এখানে উপস্থিত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

ভূমি-দান, পেন্‌সন্ প্রদান, এবং প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞা বলবৎ করণ ব্যতীত মহারাজের অন্যান্য সমুদায় ক্ষমতা কমিসনরকে দেওয়া হয়। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে, রাজ্য শাসন প্রণালীর কোন রূপ পরিবর্ত্ত করার ক্ষমতা তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। মহারাজের লালন পালন এবং বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ রূপ মনোযোগ প্রদান করিতে কমিসনর উপদিষ্ট হইয়াছিলেন।

কর্ণেল হটনের সময়েই এ রাজ্যের পূর্ব্বতন দোষাশ্রিত নিয়মাদি রহিত হইয়া সুশাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি রাজসভা উঠাইয়া দেন, এবং ১৮৬৪ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব্ব প্রচলিত একান্ত ঘৃণাকর মনুষ্য বিক্রয় সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইন এ রাজ্যে প্রচারিত করেন। এই সকল কার্য্য দ্বারা মহামতি হটন সাহেব যে এ দেশীয় লোকের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কর্ণেল হটন ভুটান যুদ্ধে বিশেষ লিপ্ত থাকায়, এখানকার শাসন ভার একজন ডিপুটী কমিসনর সাহেবের হস্তে ন্যস্ত হয়। ডিপুটী কমিসনর কোচবিহারে অবস্থান করিয়া কমিসনরের অনুমতি মতে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। মেঃ বিভারিজ, মেঃ স্মিথ, কাপ্তেন লুইন, মেঃ ডল্টন ক্রমান্বয়ে ডিপুটী কমিসনর ছিলেন। ইঁহাদের অনুপস্থিতিতে

মেজর লেন্স, মেঃ বেকেট এবং কাপ্তেন গর্ডন প্রতিনিধি ডিপুটী কমিসনরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

১৮৬৮ খৃঃ অব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর বারাণসীর কোর্ট-অব্‌-ওয়ার্ড্‌সে নীত হন। তথা হইতে ১৮৬৯ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বাঁকিপুরে আনীত হন, এবং পাটনা কলেজিয়েট স্কুলে রীতিমত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই বৎসর এপ্রেল মাসে শ্রীযুক্ত নেলার সাহেব মহারাজের তত্ত্বাবধায়ক ও শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে মহারাজ কলিকাতাতে নীত হন; এবং ১৮৭৮ খৃঃ অব্দের ৬ই মার্চ্চে খ্যাত-নামা শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুনীতিবালার সহিত মহারাজের বিবাহ হয়; তৎপরে ১৫ই মার্চ্চে তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। অনধিক এক বৎসরকাল তথায় অবস্থান করিয়া ইয়ুরোপের প্রধান প্রধান নগরীর অধিকাংশ পরিদর্শন করেন। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দের ৩রা মার্চ্চে তিনি স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর কলিকাতাতে থাকিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন অধ্যয়ন করেন। ১৮৮২ খৃঃ অব্দের ১১ই এপ্রেল ভবিষ্যত্তুত্তরাধিকারী রাজকুমার রাজরাজেন্দ্রনারায়ণের জন্ম হয়। বর্ত্তমান সন ১৮৮৩ খৃঃ অব্দের ৪ঠা অক্টোবরে মহারাজের স্বহস্তে রাজ্য-ভার গ্রহণ করার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু নানা সুবিধা অসুবিধা বিবেচনায় তিনি বর্ত্তমান সনের ৮ই নবেম্বর তারিখে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

১৮৭৭ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী দিবসে দিল্লী নগরীতে

যে দরবার হয়, তাহাতে মহারাজ উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমতী ইংলণ্ডেশ্বরীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে মহারাণী ভারতেশ্বরীর নাম যুক্ত পতাকা ও পদক প্রদত্ত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তদানীন্তন গবর্ণর-জেনেরল লর্ড লিটন বাহাদুর মহারাজকে এক মূল্যবান তরবারি প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর লর্ড কেনিং মহোদয় কোচবিহারের রাজাদিগের দত্তক গ্রহণাধিকার স্বীকার করেন। কোচবিহারাধিপতির সম্মানার্থ গবর্ণমেণ্ট এলাকায় ১৩ তোপ ধ্বনি হইয়া থাকে। তাঁহার উর্দ্ধতন বিচারের অর্থাৎ প্রাণদণ্ড বিধানের ক্ষমতা আছে।

সমাপ্ত।